শ্রীকাঠিয়াবাবা চ্যারিটেবল ট্রাষ্ট
শ্রীকাঠিয়াবাবা কা স্থান
গুরুকুল মার্গ, শ্রীধামবৃন্দাবন
মথুরা, পিন - ২৮১১২১, উত্তর প্রদেশ

শ্রীভগবন্নিম্বার্কাচার্য্যায় নমঃ

# বাণী মঞ্জরী

## (তৃতীয় খণ্ড)

শ্রীরাধাসর্ব্বেশ্বরো বিজয়তেঃ

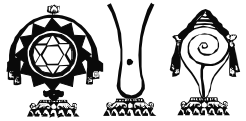

শ্রীভগবন্নিম্বার্কাচার্য্যায় নমঃ

অনন্তশ্রী বিভূষিত স্বামী রাসাবিহারী দাস কাঠিয়া বাবাজী
মহারাজজীর অমৃতময়ী বাণীর সংকলন ঃ—

# ‘‘বাণীমঞ্জরী’’

(তৃতীয় খন্ড)

শ্রী কাঠিয়াবাবা চ্যারিটেবল ট্রাষ্ট
শ্রী কাঠিয়াবাবা কা স্থান
গু(কুল মার্গ, বৃন্দাবন, মথুরা, উঃ প্রদেশ

**প্রকাশক** ঃ শ্রীকাঠিয়াবাবা চ্যারিটেবল ট্রাষ্ট
শ্রীকাঠিয়াবাবা কা স্থান, গু(কুল মার্গ,
শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা, উঃ প্রদেশ
পিন ঃ ২৮১ ১২১
প্রকাশক কর্ত্তৃক সর্বস্বত্ব সংর( িত।

প্রথম সংস্করণ ঃ শ্রীকৃষ( জন্মাষ্টমী, ১৪২০ (২৯শে আগষ্ট, ২০১৩)

**প্রাপ্তিস্থান ঃ—**

- **শ্রীকাঠিয়াবাবা কা স্থান**
  গু(কুল মার্গ, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা,
  উত্তরপ্রদেশ, পিন ঃ ১৮১ ১২১।
- **শ্রীনিম্বার্ক স্মৃতি সংগ্রহালয়**
  গোপালধাম, ৪৬/৩৯,এস.এন.ব্যানার্জী রোড,
  কলকাতা - ৭০০ ০১৪।
- **শ্রীধনঞ্জয় দাস কাঠিয়াবাবা সেবাশ্রম**
  দৌলতপুর সেনডাঙ্গা, অশোকনগর, ২৪ পরগণা (উঃ)।
- **শ্রীধনঞ্জয় দাস কাঠিয়াবাবা সেবাশ্রম**
  দেবপুরা, হরিদ্বার, উত্তরাঞ্চল।
- **শ্রীধনঞ্জয় দাস কাঠিয়াবাবা সেবাশ্রম**
  বালিয়াপাণ্ডা, পুরী, উড়িষ্যা।
- **শ্রীধনঞ্জয় দাস কাঠিয়াবাবা সেবাশ্রম**
  ভাগ্যকুল, শিলং, মেঘালয়।
- **শ্রীধনঞ্জয় দাস কাঠিয়াবাবা সেবাশ্রম**
  সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং।

দ( িণা ঃ ১৫ টাকা

# প্রকাশকের নিবেদন

প্রভাতী সূর্যের প্রথম রবি কিরণে যেরূপ সমগ্র ধরাতল আলোকিত হয়, তদ্রূপ মর্ত্যলোকে তদুপরি ভারতবর্ষের পুণ্যভূমিতে মুনি-ঋষিদের পবিত্র পাদস্পর্শে আমাদের ভারতভূমি ধন্য। শ্রীভগবানই বারংবার এই ধরাধামে মুনিঋষি, সদগুরু রূপে আবির্ভূত হয়ে কলিহত জীবের মঙ্গল কামনার্থে ভবসাগর পার করার সহজ সরলপন্থা প্রদান করেন।
শাস্ত্র বলে ঃ—

''সাধু সঙ্গ, সাধু সঙ্গ সর্ব শাস্ত্রে কয়
লব মাত্র সাধু সঙ্গেই সর্ব সিদ্ধি হয়''।

বর্তমান কালে সময়ের স্বল্পতায় আমাদের পক্ষে শাস্ত্র ও গীতা পাঠ, ভাগবত পাঠ, সাধু সঙ্গ, কৃষ্ণকথা শ্রবণ সমস্তই যেন একান্ত দুর্লভ হয়ে পড়েছে।

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম বৈষ্ণব সম্প্রদায় শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের স্বভুরামদেবাচার্য্য পীঠানুবর্ত্তী গুরুপরম্পরার ৫৭তম আচার্য্য ব্রজবিদেহী মহন্ত তথা অখিল ভারতীয় বৈষ্ণব চতুঃসম্প্রদায়ের শ্রীমহন্ত আমাদের পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব শ্রী শ্রী ১০৮ স্বামী রাসবিহারী দাস কাঠিয়া বাবা মহারাজের শ্রীমুখ নিঃসৃত অমূল্য বাণী (গীতাদি শাস্ত্র প্রতিপাদিত ব্রহ্মবিদ্যা, পরাভক্তি, শ্রীনিম্বার্কীয় গুরুশরণাগতি যোগ) প্রভৃতি সর্ব শাস্ত্রপরিনিষ্ণাত জ্ঞান সহজ সরল ভাষাতে কলিহত অল্পজ্ঞ জীবের ধারণার নিমিত্ত শ্রীগুরুদেব তাঁর অমৃতবাণীতে মূর্তরূপ প্রদান করেন। সেই অমূল্যবাণীসুমনসমূহ থেকে ১০৮টি বাণীপুষ্প সঙ্কলন করে বর্তমান বাণী মঞ্জরী পুস্তিকাখানি শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে শ্রীসদ্‌গুরুদেবের চরণ কমলে অর্পিত হল।

পূর্ব পূর্ব সংস্করণের ন্যায় বর্তমান পুস্তিকাখানি সাধক ও বিদ্ধৎ সমাজে সমাদৃতি লাভ করবে এই আশা রাখি।

ইতি—
বিনীত
কাঠিয়াবাবা চ্যারিটেবল ট্রাস্ট
শ্রীধাম বৃন্দাবন
অক্ষয়তৃতীয়া,১৪২৫

১) সংসারের প্রয়োজন আছে । তোমরা সংসারে এসেছো কর্ম ভোগ করতে। সংসারে এসে প্রারব্ধ ভোগ করছো।সংসারের কর্ম করলে, প্রারব্ধ ভোগ করলে চিত্ত নির্মল হয়, শুদ্ধ হয়। চিত্ত শুদ্ধ ও নির্মল না হলে কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না । তোমরা সকলেই সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছো।

২) সংসারের মোহ মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আছো । সংসারের এই মায়া মোহের বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য ভগবান স্বয়ং গুরু রূপে এই ধরাধামে আসেন । গুরু হলেন ভগবানের জীবোদ্ধারিণী শক্তি। গুরু কোনো হাড় মাংসের দেহ নয়। গুরু হলেন ভগবানের চিৎ শক্তি । গুরুশক্তি কোনো দিন নষ্ট হয় না । সে তিনি দেহে থাকুন আর নাই থাকুন । গুরু শক্তি সবসময়, সর্বত্র, সর্বক্ষণ অক্ষুন্ন থাকে । ভগবান গুরুদেহ অবলম্বন করে জীবের উদ্ধার করেন । এইজন্য গুরুর দেহও আদরনীয়, পূজনীয়, স্মরণীয় ও ধ্যেয়।

৩) তোমরা সকলেই ভগবানের সন্তান । তোমাদের আসল পিতা মাতা হলেন রাধা কৃষ্ণ । আমরা আসি কেবল এটাই তোমাদের মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য যে তোমরা ভগবানের সন্তান । এ সংসার সাগর থেকে মুক্তির রাস্তা দেখাতেই আমাদের আসা, আর তা সম্ভব একমাত্র কৃষ্ণ নামের মাধ্যমে । নিত্য নিরন্তর হরি নামের মাধ্যমে চিত্ত শুদ্ধি হয়, নির্মল হয় আর হৃদয় মন্দিরে ভগবানের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, স্বয়ং ভগবান তাতে বিরাজিত হন । একমাত্র নামের মাধ্যমেই মুক্তি সম্ভব, এটাই মুক্তির একমাত্র রাস্তা, এছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই । কত সহজ সরল রাস্তা এতো সহজ সরল রাস্তা কি কোনো ধর্মে আছে?

৪) সনাতন হিন্দুধর্ম- অতি সহজ সরল ধর্ম । আমাদের হিন্দু ধর্ম একটা শ্রেষ্ঠ ধর্ম । একটা সার্বজনীন ধর্ম । একটা বিশাল ধর্ম । এই ধর্ম সকলকে আলিঙ্গন করেছে । কাউকেই শত্রু মিত্র মনে করেনি, কাউকেই আলাদা মনে করেনি। সকলকে ভগবানের দাস মনে করে দু হাতে জড়িয়ে আলিঙ্গন করেছে। হিন্দু ধর্মের দিব্য ঘোষণা — অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণণাং লঘুচেতসাম্ । উদারচরিতানাং বসুধৈব কুটুম্বকম্।

৫) সনাতন হিন্দুধর্মের বিশাল ব্যাখ্যা যেটা ভগবান গীতায় বলেছেন । এই জন্য শাস্ত্রে বলা হয় ''হিনং দূষয়তি ইতি হিন্দু ''। অর্থাৎ যে ধর্মে কোনো হিংসা, দ্বেষ, কামনা, বাসনা, মায়া, মোহ, মান, অভিমান, ক্রোধ-বিন্দু মাত্র নেই । এটাকেই বলে হিন্দুধর্ম । এটা একটা বিশাল ধর্ম, সার্বজনীন, সার্বভৌম ধর্ম । এতে বিশাল ব্যাপকের ভাব । স্বামী বিবেকানন্দ তো বলেই দিয়েছেন, হিন্দুধর্ম হল বিশ্বধর্ম । এটাই আসল মানব ধর্ম, এই সনাতন ধর্মের নির্যাস হল একমাত্র হরিনাম ।

৬) গাছের গোড়ায় জল দিলে শাখা-প্রশাখায় আর জল দিতে হয় না । এই রাধা-কৃষ্ণ নাম হল গাছের গোড়া । তাই এই নাম জপ করলে সমস্ত অন্তঃকরণ অমৃতময় হয়ে যায় । রাধা-কৃষ্ণ নাম কীর্তন যতদূর শোনা যায়, ততদূর পর্য্যন্ত আকাশ বাতাস সব পবিত্রীকৃত হয়ে যায়।

৭) ভগবান নিজেই সনাতন হিন্দু ধর্মের সমস্ত কথা বলে দিয়েছেন । কারো প্রতি দ্বেষ রাখবে না, ক্রোধ রাখবে না, মায়া-মোহ রাখবে না, রাগ রাখবে না আর যা কিছু মান-অপমান, শীত-গ্রীষ্ম, স্তুতি-নিন্দা, ভালো-মন্দ সব আমার চরণে সমর্পণ করবে । কোনো ধর্মের নিন্দা করবে না, কোনো ধর্মকে অপমান করবে না । সব ধর্মই আমার কাছ থেকে এসেছে,সব ধর্ম আমারই সৃষ্টি, সব আমারই অনন্ত, অখণ্ড রূপ । এ কথা কে কোথায় বলেছেন? একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণই একথা গীতায় বলেছেন।

৮) গীতার এক একটা কথা, এক একটা শ্লোক হল এক একটা মন্ত্র । গীতা এমন একটা বস্তু, যেটা ভগবান নিজেই বলেছেন আবার নিজেই তার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়ে গিয়েছেন। আমাদের সনাতন ধর্মে কি নেই? এ একেবারে রস-ভান্ডার।

৯) আহার সংযম হওয়া চাই । আহার মানে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যা কিছু করা হয় সবই আহার পদ বাচ্য। মুখ দিয়ে আহার করাটাকেই শুধু আহার বলে না। কান দিয়ে শোনাটাও আহার, চোখ দিয়ে দেখাটাও একটা আহার, হাত দিয়ে কিছু করা সেটাও আহার । এই যে উপস্থিত যা কিছু উপভোগ করছি সমস্তই আহার । এই জন্য চোখ দিয়ে ভালো জিনিষ দেখতে হয়, কান দিয়ে ভালো কথা শুনতে হয় । সর্বদাই শুদ্ধ আহার করতে হয় । জানবেন ভগবান সব খান । তিনি অখণ্ড, অপার, অসীম । পত্র,পুষ্প, ফল, তোয় অর্থাৎ জল, যা কিছু নিবেদন করবে ভগবচ্চরণে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে করবে। তিনি শুধু অন্তরটা দেখেন, ভক্তি আছে কিনা? আহার শুদ্ধ না হলে এসব আস্বাদন করা যায় না।

১০) 'তব' এবং 'মম' গীতার এই দুটো কথা- একটা তোমার, একটা আমার । আমার আমার ভাবটাই কিন্তু ভগবানের কাছ থেকে আমাদেরকে আলাদা করে রেখেছে । সুতরাং সবকিছু ভগবানকে অর্পণ করতে হবে । আমরা এসেছি গোবিন্দকে লাভ করতে।

১২) মানব জীবন ভোগের জন্য নয় । শাস্ত্রে আছে মানব জীবন মানে সমর্পণ, মানব জীবন মানে নিবেদন, মানব জীবন মানে বিসর্জন। কুকুর, বেড়াল, শেয়াল এরাও ভোগের জন্য জন্ম পেয়েছে । ভগবান এদেরকে ভগবানকে লাভ করার সেই মহান অধিকার দেননি। তাই শ্রীগুরু চরণে সমর্পণ, গুরুমন্ত্র, কৃষ্ণকে লাভ করার অধিকার কুকুর বেড়াল জন্মে দেননি । সেই অধিকার ভগবান আমাদের দিয়েছেন, আপনাদেরকে দিয়েছেন । কাজেই আর সময় নষ্ট না করে আমাদের মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়কে কৃষ্ণচরণে সমর্পণ করতে হবে । আমাদেরও কিন্তু বৃত্তি, বুদ্ধি-রাক্ষসী। তাই ভগবান গীতায় আমাদের বার বার সাবধান করেছেন - এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যমাত্মানমাত্মানা। জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ।। গীতা

১৩) আমাদের অন্তরেও অনবরত যুদ্ধ চলছে। বিবেক অবিবেকের যুদ্ধ । গীতার যুদ্ধ, বিবেক-অবিবেকের যুদ্ধ। আমাদের মধ্যেও সেই যুদ্ধ চলছে । বিবেক-অবিবেক, নিত্য-অনিত্য, ধর্ম-অধর্ম, সত্য-মিথ্যার এই যুদ্ধ নিরন্তর চলছে, তাই জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে জীবন রথে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বসাতে হবে। তবেই প্রকৃত শান্তি লাভ করবে।

১৪) ভক্তি যোগই ভগবানের বেশী পছন্দ। ভক্তি মানে সমর্পিত চিত্তে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে নিজেকে গোবিন্দ চরণে সমর্পণ করা, নিজের কোনরকম ভাল-মন্দ, চাওয়া-পাওয়া বিচারাদি থাকবে না । কামনা-বাসনা ত্যাগ করে, সমস্ত ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে যা কিছু অর্পণ করা হয় সেটাই ভক্তিযোগ।

১৪) চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কাজ হয় না। মনে রাখুন ভগবান সর্বত্র আছেন, সব কিছুই দেখছেন । আমার সকল কথা শাস্ত্রের কথা । এগুলো আমার নিজস্ব কথা নয়। আমাদের অনুভূতির কথা, সাধনার কথা, তপস্যার কথা । এগুলো যদি অনুধ্যান করেন, তাহলে আপনাদের মানবজন্ম সার্থক হবে।

১৫) যজ্ঞ মানে জীবনযজ্ঞ । যজ্ঞ মানে বিষ্ণুকে সমর্পণ করা । যজ্ঞাবশিষ্ট বস্তু গ্রহণ করলে সমস্ত পাপ-তাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। যজ্ঞশালাকে পরিক্রমা করতে হয়। যজ্ঞ মানে নিজেকে সমর্পণ করা, ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করা । চাল,যব,ঘি ও তিল-এই চারের মাধ্যমে সমর্পণ করা হয়। চাল হল সাদা - মানে সত্ত্বগুণের প্রতীক। তিল হয় কালো-মানে তমো গুণের প্রতীক। আর যব লালচে-মানে রজ গুণের প্রতীক। সত্ত্ব-রজ-তমো হল মায়ার বিকার। সুতরাং ত্রিগুণাতীত না হলে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা যায় না । ঘি হল জীব, ব্রহ্মরূপ আগুনে সমর্পণ করা হয় । সত্ত্ব-রজ-তমো সমস্তই তো বন্ধন । তাই আমরা গোপালযজ্ঞের আয়োজন করি । গোপালযজ্ঞ মানে আত্মযজ্ঞ। নিজেকে ভগবৎ চরণে সমর্পণ করাই হল আত্মযজ্ঞ । এই হলো জীবনযজ্ঞ।

১৬) ভগবানের দুটি রূপ সাকার ও নিরাকার । সাকার রূপের উপাসনাই প্রধান । আচার্য্য চৈতন্য, আচার্য্য রামানুজ, আচার্য্য বল্লভাচার্য্য ও আমরা ভগবানের সাকার রূপের উপাসক । আগুনের মত তিনি সর্বত্র আছেন, কিন্তু একটা অবলম্বন চাই । তা না হলে তিনি প্রকট হবেন কি করে? আগুন যেমন কাঠ আদি অবলম্বনে প্রকট হয়, তেমনি রাধাকৃষ্ণ মূর্তি সাকার অবলম্বনে ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকটিত হন।

১৭) তোমরা যেমন ভগবানের চিন্তা কর, ভগবান ও ঠিক তদ্রূপ ভক্তদের জন্য চিন্তা করেন। এটা অতি সত্য কথা। সূর্য্য যেমন সকলের প্রতি সমান আলো প্রদান করেন, গরীব-ধনী নির্বিশেষে, ভগবানের দৃষ্টিও তেমনি সমান । কর্মগুণে মানুষ গরীব-ধনী হয়। তিনি হলেন আমাদের আসল পিতা-মাতা । সন্তান পিতা-মাতাকে ভুলে গেলেও, পিতা-মাতাকে ছেড়ে থাকতে পারলেও, পিতা-মাতা কিন্তু ছেড়ে থাকতে পারেন না । ভগবানও তদ্রূপ ভক্তের চিন্তা করেন। তিনিও ভক্তদের ছেড়ে থাকতে পারেন না । তাঁর হস্তস্থিত শ্রীসুদর্শন চক্র সর্বদাই তোমাদের মত ভক্তদের রক্ষা করছেন জানিবে।

১৮) ধর্ম মানে যিনি ধারণ করেন। ধর্ম মানে শ্রীকৃষ্ণ । আমাদের সকলের মধ্যে একটা আত্মশক্তি আছে, একটি কৃষ্ণশক্তি আছে যা চোখে দেখা যায় না অথচ আমাদের ধারণ করে রেখেছেন। ধর্ম এমন একটা শব্দ যার থেকে আমাদের সনাতন হিন্দু ধর্মের শুভারম্ভ হয়েছে। ধর্ম এমন একটা শব্দ যা সমস্ত শাস্ত্রকে আলোকিত করে রাখে, বিভূষিত করে। ধর্মের বাহ্যিক ও আন্তরিক ২টি রূপ আছে ।

১৯) ''কৃষ্ণ ভক্তের কোনোদিন পতন হয় না-'' এটা সম্পূর্ণ সত্য। একটু দুঃখ-কষ্ট হয়, কিন্তু পতন কখনো হয় না— ''ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি''।

২০) জড়জগতে কোনো শান্তি নেই। কামনা বাসনার লতা বাড়তেই থাকে । শান্তি একমাত্র কৃষ্ণ কথায়। মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহংকার এই চারটে ঘোড়াকে সামনে রেখে তিনি সকলের অন্তরে বসে সব দেখছেন। জন্মান্তর হচ্ছে কর্মানুসারে। সনাতন ধর্মে জন্মান্তরবাদের কথা আছে । যে ধর্মে জন্মান্তরবাদ নেই, সে কোনো ধর্মই নয়। গীতায় আছে - জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ । গীতা-২/২৭

২১) তোমরা কিন্তু এখানকার লোক নও। তোমরা কৃষ্ণের কাছে ছিলে, তোমরা সকলেই কৃষ্ণের কাছ থেকে এসেছো। আনন্দে ছিলে, পরমানন্দে। এই শরীরটা এসেছে পিতা-মাতার মাধ্যমে, এই শরীর পার্থিব, মৃন্ময়, তোমরা কিন্তু চিন্ময়। দুটোর মধ্যে মিল থাকতেই পারে না। চিন্ময় আত্মা মৃন্ময় দেহে শান্তি পাবে কি করে? শান্তি আছে একমাত্র গোবিন্দ চরণে । তাই গোবিন্দ চরণই একমাত্র লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে গুরুর চরণাশ্রিত হতে হয় ।তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনঃ তত্ত্বদর্শিনঃ। গীতা-৪/৩৪

২২) শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা আবাল্য-ব্রহ্মচারী, ত্যাগী পুরুষদের মুখে শুনিতে হয়, তবেই সেটা জীবন্ত হয়, আর মানবজীবনে রেখাপাত করে।

২৩) ঈশ্বর আমাদেরকে সংসারের যাবতীয় সুখ, শান্তি, আনন্দ হৃদয় মন্দিরে পরিপূর্ণ করে দিয়ে পাঠিয়েছেন। সংসারে কোনো কিছুর অভাব নেই। অভাব যা কিছু তা হলো স্বভাবের । হৃদয় মন্দিরে গোবিন্দকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই আমরা তা অনুভব করতে পারি । এরজন্য মনকে ভগবন্‌মুখী করতে হবে এবং গুরুমুখী করতে হবে ।

২৪) এ সংসার একটা জঙ্গল — সুন্দরবন । এখানে মঙ্গল করেন একমাত্র গুরুদেব। সংসার কর কর্তব্যবোধে কিন্তু ভালোবাসো গুরু-গোবিন্দ কে । একদিন সব কিছু ছেড়ে সবাইকে চলে যেতে হবে, শেষ সময় সঙ্গে থাকবেন একমাত্র গুরুদেব । তাই সংসার কর কর্তব্য বুদ্ধিতে কিন্তু মন রাখো গুরুগোবিন্দ চরণে। তাই শ্রীগুরুগোবিন্দজীর প্রার্থনা স্তুতি সময়ে বলা হয় —

তোমাকে বাসিয়া ভালো হোক যাই তাই।

জীবনে মরণে কিংবা কিছু না ডরাই।।

আমার আমিত্ব টুকু যত দিন আছে।

শুধু দিতে চাই প্রভো ! নিতে নাহি যাচে।।

দিতে দিতে সব যেন ফুরাইয়া যায়।

অন্তিমে তব শ্রীচরণে যেন লয় পায়।।

২৫) ভগবানকে পাওয়ার কোনো নির্দিষ্ট রাস্তা নেই । গুরুদেব যেমন আদেশ করেন, সেটাই ভগবানকে পাওয়ার নির্দিষ্ট রাস্তা । এই হল ''মহাজন যেন গতঃ সঃ পন্থা ''। গুরুর প্রয়োজন আছে । গুরু ভিন্ন জীবন অন্ধকার। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে গুরু মেনেছিলেন।

২৬) গুরুদেবের কাছে মন্ত্র নেওয়ার উদ্দেশ্য হল - দেহের প্রতি যে আকর্ষণ, যে মান- অভিমান তা ত্যাগ করা । অর্থাৎ দেহাত্মবুদ্ধি লোপ হওয়া । আমাদের দেহের মধ্যে যে নিত্য রাস অর্থাৎ আত্মা-পরমাত্মার মিলন চলছে, দেহাত্মবুদ্ধি লোপ হ'লে সকলেই তা অনুভব করতে পারে। সকল প্রকার জীব দেহকে রাধাকৃষ্ণ মন্দির জানিবে । তাদের মধ্যে মানবদেহ সর্বশ্রেষ্ঠ, দেব দুর্লভ ও ভজনের অনুকূল।

২৭ ) শ্যামসুন্দরের ভজনা করলে জীবন মধুময় হয়ে যায়, আর সংসারের ভজনা করলে জীবন হয় যন্ত্রণাময়।

২৮) সাধু দর্শন, সৎসঙ্গ একজন্মের সুকৃতির ফল নয় । বহু জন্মের সুকৃতির ফলে সাধুসঙ্গ ও সাধু দর্শন লাভ হয়।

২৯) সংসারে বিপদ বলে কিছু নেই । সম্পদ ও স্থায়ী হয় না, আজ আছে তো কাল নেই । গোবিন্দকে ভুলে যাওয়াই মানে বিপদ, আর গোবিন্দ স্মরণ হলো আসল সম্পদ। ভাগবত বলেন — ''বিপদো নৈব বিপদঃ সম্পদো নৈব সম্পদঃ। বিপদ্ বিস্মরণং বিষ্ণোঃ সম্পন্নারায়ণঃ স্মৃতিঃ"।।

৩০) যে শিষ্য গুরুর দেহকে গুরু মনে করে, সে হলো প্রাকৃত শিষ্য, আর যে শিষ্য গুরুশক্তিকে গুরু মনে করে, সে হলো অপ্রাকৃত শিষ্য, অর্থ আসল শিষ্য।

৩১) যে সয় সে রয়, এই সংসারে ''আমার", ''আমার" করিও না। তোমার কিছুই নয় , এখানে যা কিছু পেয়েছ সবই তিনি তোমাকে দিয়েছেন সাময়িক সময়ের জন্য, সময় শেষ হলে এখানেই সবকিছু রেখে চলে যেতে হবে। আসার সময় যেমন হাতে কোন কিছু নিয়ে আসনি তেমনি যাওয়ার সময়ও হাতে করে কিছু নিয়ে যেতে পারবে না । স্ত্রী, পুত্র, ছেলে, মেয়ে, স্বামী, টাকা পয়সা সবকিছু রেখে চলে যেতে হবে । সুতরাং অহংকার পরিত্যাগ পূর্বক সকল কাজ তাঁকেই অর্পণ করো- তৎ কুরুস্ব মদর্পণম্।

৩২) তোমার Life watch অর্থাৎ জীবন ঘড়িটাকে আগে ঠিক করতে হবে। "W" means Words. Words মানে বাক্ সংযম, বাক্যটাকে আগে সংযম করতে হবে । কারো মনে কষ্ট অথবা বাক্যবাণে বিদ্ধ করে নয় । মধুর ভাষী হতে হবে, সকলের সাথে মধুর ব্যবহার ও কম কথা বলাই হলো বাক্ সংযম । কারো মনে দুঃখ নয়, আনন্দ দান করো । "Action" অর্থাৎ কর্মটাকে ঠিক করতে হবে । কর্ম কয়েক প্রকার, তবে কৃষ্ণমুখী কর্মই সৎকর্ম । সৎচিন্তায় সময় কাটাতে হবে ও অনুক্ষণ কৃষ্ণচিন্তায় মনোনিবেশ করতে হবে । রামদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ বলেছেন, ''হাতমে কাম, মুখমে রাম"। এভাবে ভাবিত হয়ে হাত দিয়ে কাজ করে যাওয়া ও নিরন্তর মুখে হরে কৃষ্ণ নাম জপ করতে হবে। জপাৎ সিদ্ধি । "Thought's" তোমাদের চিন্তাগুলিকে শুদ্ধ করতে হবে । মানব জীবন পেয়েছি গোবিন্দ সেবার জন্য । মনটাকে নির্মল করে গোবিন্দ সেবায় নিজেকে নিবেদিত রাখতে হবে । ভগবৎ সেবায় নিজের মন, বুদ্ধি,

বিবেক সবকিছু সমর্পণ করতে হবে । সর্বস্ব ত্যাগ না করলে সর্বেশ্বরকে পাওয়া যায় না । কৃষ্ণনামই চিত্তকে নির্মল করতে পারে । সেই নামে চিন্তাধারাও শুদ্ধ হয়ে যায় । জীব হয়ে যায় শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত। "Character"- If Character is lost, everything is lost". চরিত্রটাকে আগে ঠিক রাখতে হবে। নারীপুরুষ সকলের চরিত্র গঠনে সচেতন হতে হবে । নারীজাতিকে সম্মান করতে হবে । মনে রাখতে হবে, আমরা সকলেই মাতৃ গর্ভ থেকে এসেছি। নারীর প্রতি কখনো কুদৃষ্টি রাখতে নেই । কৃষ্ণপ্রেমে ভাবিত হয়ে সকল নারীদের সম্মান করতে হবে। নারীপুরুষ সকলের সম্মিলিত ভাবে নিজের চরিত্রের প্রতি যত্নবান হয়ে চলা অত্যন্ত জরুরী— '' যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ"। অর্থাৎ যেখানে নারীগণ পূজিতা হন সেখানে দেবতাগণ বিহার করেন ।একে অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। অতএব, তোমাদের জীবন ঘড়িটাকে (Life Watch) ঠিক রাখতে হলে,গুরুদেবের আদেশ নির্দেশ পালন করতে হবে অর্থাৎ আহার, বিহার, গমন ও বাক্ সংযম এসব দিকে যত্নবান হতে হবে। তবেই আমরা হয়ে যাব, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত জীব ।

৩৩) শাস্ত্রকার বলছেন - ''সম্প্রদায় বিহীনা যা বিদ্যা সা বিদ্যা নিষ্ফলা মতা" । তাই জেনে বুঝে শুনে গুরু করা ভালো । এটা দেখা আবশ্যক যে তিনি কোনো সমর্থী সদগুরু পরম্পরা ভুক্ত কিনা । তবেই তিনি জীবকে উদ্ধার করতে সমর্থ হবেন। কারণ শুধুমাত্র গুরুদেহ জীবকে উদ্ধার করতে পারে না , গুরুশক্তিই জীবকে উদ্ধার করে, আর সেই শক্তি আসে গুরু পরম্পরা থেকে । গুরু দেহকে কেন্দ্র করে সেই গুরু পরম্পরার শক্তি কাজ করে । পরম্পরা যদি বলিষ্ঠ হয়, তবে গুরু যেমনই হন, তিনি শিষ্যকে উদ্ধার করতে পারবেন । তাই মহাপুরুষগণ বলেন, ''পানি পিও ছানকে, গুরু করো জানকে"।

৩৪) ''স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ" নিজের ধর্মেরই ব্যাখ্যা, আলাপ, আলোচনা, প্রচার, প্রসার করা উচিত। নিজের ধর্মে মৃত্যু বরণ করাও ভালো, কিন্তু পরধর্ম গ্রহণ করা কখনো মঙ্গল জনক নয়।

৩৫) আমাদের সনাতন বৈদিক হিন্দু ধর্ম হলো রসের ভান্ডার, অমৃতের খনি । পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে, সবার উৎস শ্রীসনাতন হিন্দু ধর্ম। যেমন আলাদা আলাদা নদীরা নিজ নিজ আঁকা বাঁকা পথ দিয়ে সমুদ্রে মিলিত হয়ে প্রশান্ত ভাব ধারণ করে, তেমনি সব ধর্মেরই উদয় ও লয় হয়েছে সনাতন হিন্দু ধর্ম থেকে । কারণ আমাদের সকলেরই লক্ষ্য ও গন্তব্য একই - প্রকৃত শান্তি ও আত্ম দর্শন। হিন্দু ধর্মের মতো অনুপম ধর্ম আর কোথাও নেই, এখানে ঋষিরা আমাদের অমৃতের সন্তান বলে সম্বোধন করেছেন। গীতার প্রতিপাদ্য বস্তুই সনাতন হিন্দু ধর্ম।

৩৬) শাস্ত্রমুখে ঋষিরা বলছেন— ''শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" - হে অমৃতের সন্তানগণ, তোমরা সকলে শ্রী ভগবানের নিত্য ও চিন্ময় অংশ । আমরা হিন্দুই হই বা মুসলমান, ক্রিস্টান, শিখ বা পার্সি, আসলে সকলেই আমরা সেই পরম পিতা শ্রী ভগবানেরই অংশ বা সন্তান । হিন্দু সব কিছুর মধ্যে ভগবানের অস্তিত্ব কে দেখে। রাম চরিত মানসে আছে— ''হরি ব্যাপক সর্বত্র সমানা" । শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের দিব্য ঘোষণা — ''স্থাবর জঙ্গম না দেখে, দেখ তারই অঙ্গ । যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে করো কৃষ্ণ সঙ্গ"।

৩৭) হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট হলো এর Variety । এ এমনি দোকান যেখানে সব রকম পণ্য দ্রব্য পাওয়া যায় ।

৩৮) গুরুদেব যেখানে বলবেন ভগবানকে সেখানেই আসতে হবে । পৃথিবীতে আর এমন কোনো ধর্ম নেই যেখানে গুরুর মাহাত্ম্য এতো বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৩৯) **''जो सोचता है, वो होता नहीं, जो होता है, वो भाता नहीं और जो भाता है, वो रहता नहीं''!** অর্থাৎ, আমরা যা ভাবি তা হয় না, যা হয় তা আমাদের ভালো লাগে না, আর যা ভালো লাগে তা বেশি দিন টেকে না, বা স্থায়ী হয় না। এ জগতে কোনো কিছুই স্থায়ী নয় । কিন্তু এই যে তোমরা গুরু দর্শন, তীর্থদর্শন , আশ্রম বাস করছো, এইগুলি স্থায়ী বস্তু । এই গুলি কোনো দিন নষ্ট হয় না । তোমরা এখন বুঝবে না, কিন্তু এই গুলি কিছু বছর পরে ফল দেয়।

৪০) ''বহতা পানি নির্মলা'' , অর্থাৎ জল এক জায়গায় জমে থাকলে ময়লা পড়ে , পাতা পড়ে নোংরা হয়ে যায় । জল প্রবাহিত হতে থাকলে নির্মল অর্থাৎ পরিষ্কার থাকে । তেমনি মাঝে মাঝে গুরুদর্শন, তীর্থদর্শন, আশ্রম দর্শন, ভগবৎ প্রসাদ গ্রহণ করলে মন পবিত্র হয়, শুদ্ধ হয় । রামদাস কাঠিয়া বাবা বলতেন, ''গুরু তীর্থ অনুরাগ, বিষয় বিষ কর মান, প্রথম ভূমি বা প্রমাণ'' -- গুরুদর্শন, তীর্থদর্শন সাধনার প্রাথমিক স্তর ।

৪১) সংসার মানে বিষ, কাঠিয়া বাবা বলতেন । তাই সকলেরই মাঝে মধ্যে গুরুদর্শন, তীর্থ দর্শন করতে হয় । কারণ তীর্থে দেবতারা থাকেন, তাঁদের আশীর্বাদ আমাদের ওপর বর্ষিত হয় । ফলে সংসারের আসক্তি -মোহ কমে যায়।

৪২) জ্ঞাপয়েচ্চ পরং তত্ত্বং প্রাপয়েচ্চ পরম পদম্ । গময়েচ্চ পরম ধাম স গুরুঃ পরমেশ্বরঃ । গুরু কোনো হাড় মাংসের দেহ নন, শ্রীগুরু হলেন সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, ভগবৎ স্বরূপ । শ্রী সন্তদাস মহারাজ বলতেন, .... '' গুরুর শরীরকে যে গুরু মনে করে সে প্রাকৃত শিষ্য .... আর গুরুশক্তিকে যে গুরু মনে করে সে অপ্রাকৃত শিষ্য''। গুরুশক্তিকেই গুরু মনে করতে হয়, কারণ দেহ তো চিরস্থায়ী নয় । আমার গুরুদেব তো দেহে নেই, তার মানে কি গুরু মারা গিয়েছেন? গুরু শক্তি কোনো দিন মরে না । তিনি বায়ুভূত হয়ে, একটা অদৃশ্য শক্তি হয়ে সর্বত্রই আছেন । তাঁকে শুধু স্মরণ করে নিতে হয় । গুরুশক্তি কোনো দিন নষ্ট হয় না । তিনি হলেন চিৎশক্তি, ভগবৎ শক্তি । কখনো তিনি দেহ ধারণ করে থাকেন, আবার কখনো তিনি বিদেহী অবস্থায় থাকেন।

৪৩) গুরু দেহ আমাদের কাছে এই জন্য প্রিয়, কারণ এই দেহকে আশ্রয় করে তিনি আমাদের প্রতি কৃপা সাধন করছেন। এই অর্থে গুরুদেহ আমাদের কাছে আস্বাদনীয়, অবলম্বনীয়, প্রশংসনীয় এবং আরাধনীয়। এই দেহকে আশ্রয় করে স্বয়ং ভগবান আমাদের প্রতি কৃপা সাধন করছেন ।

৪৪) গুরুর আরেকটি নাম হলো জীব উদ্ধারিণী শক্তি । জীবকে উদ্ধার করবার জন্য ভগবান নিজেই গুরু রূপে এসে জীবকে মন্ত্র প্রদান করেন । আদেশ, উপদেশ প্রদান করেন । এই আদেশ, উপদেশ মত চললে জীব এই সংসার- সাগর পার হয়ে কৃতকৃত্য হয় । স্বামী সন্তদাস মহারাজ বলতেন, ''গুরু তত্ত্ব এই যে গুরুই সাক্ষাৎ পরমাত্মা। এই তত্ত্ব যিনি সম্যক অবগত হয়েন, তিনি সর্বপ্রকার সাংসারিক কামনা, বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে ভগবৎ সান্নিধ্য লাভ করেন''।

৪৫) গুরুদেব দয়া করো হীন জনে, গুরুদেব দয়া করো অধম জনে, গুরুদেব দয়া করো মতিহীন জনে, গুরুদেব দয়া করো দীন জনে । এই রাস্তাটাই সমর্পণের রাস্তা, এই রাস্তাটাই হলো দৈন্যতার রাস্তা । হাত জোড় করে আসতে হয় গুরুচরণে, ভগবানের চরণে । এই রাস্তাটা হলো আনুগত্যের রাস্তা । আনুগত্য মানে যে গাছে ফল ধরে, সে গাছটা নিচের দিকে নেমে যায়। অর্থাৎ যার মধ্যে কৃষ্ণ ভক্তি আছে সে হাত জোড় করে সকলকে কৃষ্ণ রূপেই দেখে।

৪৬) ভগবানের ভক্তি দুপ্রকারে বিভক্ত । একটি সাধন ভক্তি অপরটি প্রেমলক্ষণা ভক্তি । যেটা গীতায় পরাভক্তি বলা হয়েছে । ভগবানের

কৃপা, গুরুদেবের কৃপা কার ওপর বর্ষিত হয়? যার মধ্যে আনুগত্য আছে, দৈন্যতা আছে। গুরুদেব যাই বলুন না কেন, আনুগত্য অবলম্বনে, দৈন্যতা অবলম্বনে তাঁর কথা স্বীকার করা অবশ্য কর্তব্য। গুরুদেব অনেক সময় কঠোর কথা বলেন, বিপরীত কথা বলেন, কিন্তু সেগুলিকে সহ্য করতে হয়। সেগুলিকে আমাদের চরম পথের পাথেয় বলে মনে করতে হয়।

৪৭) যে গুরুদেবের আদেশ-উপদেশ মাথা নত করে অবনত মস্তকে গ্রহণ করে, সে সাধন পথে খুব দ্রুত অগ্রসর হয়। তার রাস্তার সব বাধা-বিঘ্ন অপসারিত হয়। কারণ সব কিছুই কার্য- কারণ নিয়মের অধীন। শুধু গুরু-শিষ্য সম্বন্ধই কার্য-কারণ নিয়মের অতীত।

৪৮) অনন্ত সেই সুখের খনি নাহি পারাবার। আনন্দ সাগরে লহরে উত্তাল। আমরা জীবাত্মা। আনন্দের সমুদ্র আমাদের ভিতরে প্রবাহিত, কিন্তু তবুও এই শরীরের মধ্যে এসে আমরা সীমিত হয়ে গেছি। ছোট্ট আনন্দে ফেঁসে গেছি। এই শরীরটা তো হাড় মাংসের একটা কারখানা। একটা খাঁচা মাত্র। আমরা ভগবানের নিত্য, সত্য, সনাতন চিদংশ। ভগবান নিজেই গীতায় বলেছেন -- ''মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ'' তোমরা আমার নিত্য, সনাতন, অখণ্ড অংশ অর্থাৎ নিত্য সন্তান।

৪৯) ভগবান যদি পূর্ণ হন, তোমরাও পূর্ণ। তোমাদের মধ্যে তিনি পূর্ণরূপেই রয়েছেন। উপনিষদের মন্ত্র ''ওঁ'' পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ, পূর্ণমুদচ্যতে, পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে'' যার অর্থ পূর্ণ অর্ধেকও পূর্ণ, তার অর্ধেকের অর্ধেকও পূর্ণ। অর্থাৎ তোমরা ভগবানের অংশ হলেও পূর্ণ। গীতায়ও ভগবান এই কথাই বলেছেন-- ''উপদ্রষ্টা অনুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ। পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেহস্মিন পুরুষঃ পরঃ''। এই দেহে আমি পূর্ণ রূপেই থাকি, অর্জুন।

৫০) সূর্য তো একটা, কিন্তু একশোটা থালায় জল দিয়ে রাখো, দেখবে একশোটা সূর্য দেখতে পাবে। এক সূর্যেরই একশোটা প্রতিবিম্ব। ঠিক তদ্রুপ ভগবান এক, কিন্তু দেহভেদে তিনি অনন্ত হয়ে আছেন। গুরু শক্তি না হলে এই সব জ্ঞান হয় না। গুরুতত্ত্ব এই যে গুরুই সাক্ষাৎ পরমাত্মা। এই তত্ত্ব যিনি সম্যক অবগত হয়েন, তিনি তৎক্ষণাৎ সর্ব প্রকার কামনা, বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বর সান্নিধ্য লাভ করেন। শ্রীগুরুকৃপাতেই জীব জীবন দেহাত্মবুদ্ধি হতে মুক্ত হয়।

৫১) ভগবানের নাম অশেষ কল্যাণকর। এ নামের আওয়াজ যত দূর পর্যন্ত যায়, আর যার যার কানে পৌঁছায়, তারই কল্যাণ হয়ে যায়।

৫২) ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধ অনাদি, অনন্ত। ''ভক্তি ভক্ত ভগবন্ত গুরু, চতুর নাম বপু এক, ইনকে পদ বন্দন করো, নাশ বিঘ্ন অনেক''। অর্থাৎ ভক্তি, ভক্ত, ভগবান ও গুরু চারটি আলাদা আলাদা শব্দ মনে হলেও তত্ত্বতঃ একই বস্তু। ভগবানই এই সংসারে জীবকে উদ্ধার করবার জন্য গুরুরূপ ধারণ করে আসেন, আবার নিজের লীলা আস্বাদন করবার জন্য ভক্ত রূপ ধারণ করেন। অনন্ত রূপে তার অনন্ত প্রকাশ। সম্পূর্ণ ভাগবতে ও ভক্তমাল গ্রন্থে মহান ভক্তদের অনুপম চরিত্রের বর্ণনা রয়েছে। ভক্তদের কথা আর ভগবানের কথা একই।

৫৩) আমাদের আচার্য্যরা মহান ভক্ত ছিলেন। পূর্ণকাম ও ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ ছিলেন তাঁরা। ভগবান অনেক লীলা করেছেন এঁদের সাথে। শ্রীশ্রী রামদাস কাঠিয়া বাবাজীর দেহত্যাগে মন্দিরে পাথরের শ্রীরাধারানী অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন। আদিবাণীকার শ্রীভট্টজীর কোলে শ্রীরাধাকৃষ্ণ নিত্য শিশুরূপে খেলা করতেন। নাগাজী মহারাজের সাথে ভগবান অদ্ভুত সব লীলা করেছিলেন। নাগাজী মহারাজের বনকরলা, বাটি প্রসাদ ভগবানের খুব প্রিয় ছিল, রোজ এই প্রসাদ পেতে আসতেন। স্বামী সন্তদাসজী ও স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ শ্রীকৃষ্ণ- বলরামের দর্শন পেয়েছিলেন ব্রজে। ভগবান নিজে সন্তদাসজীর জন্য দুধ বহন করে নিয়ে

এসেছিলেন । এরকম আরো অনেক অপূর্ব লীলা আছে আমাদের পূর্বাচার্য্যদের। মহান ভক্তদের সাথে এই সব অভাবনীয় লীলা ভাগবতে বর্ণিত সব লীলাকে ছাড়িয়ে চলে যায় । ভক্ত ভগবানকে ছেড়ে দেয় - ভুলে যায়, কিন্তু ভগবান তাঁর ভক্তদের ছেড়ে থাকতে পারেন না - ভুলতে পারেন না । ইহাই বাৎসল্যভাব।

৫৪) গঙ্গাসাগর মহাতীর্থ। পুণ্যদায়িনী গঙ্গা আর সমুদ্রের মিলনই গঙ্গা সাগর। এই পবিত্র তীর্থে এসে অবগাহন ও স্নান করলে, জীব সর্বপ্রকার পাপ তাপ থেকে মুক্ত হয়ে পরমানন্দ লাভ করে। এই তীর্থেই সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র গঙ্গাজলের দিব্য স্পর্শে পুনর্জীবিত হয়ে মোক্ষ লাভ করেছিলেন। স্নানের পরে মা গঙ্গার কাছে প্রার্থনা করতে হয়, যেন আমরা কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করতে পারি, আর বাকি জীবন শ্রীভগবানের সেবায় অতিবাহিত করতে পারি। গঙ্গাসাগর সঙ্গমে মকর সংক্রান্তিতে বা যে কোন দিনে স্নানের মন্ত্র ঃ—

'' ত্বং দেব সরিতাং নাথ ত্বং দেবী সরিতাস্বরে।
উভয়োঃ সঙ্গমে স্নাত্বা মুঞ্চামি দুরিতানি বৈ''।।

৫৫) তীর্থে অনেক রকম সুবিধে - অসুবিধে, বাধা - বিঘ্ন, ব্যবস্থা - অব্যবস্থার সম্মুখীন হতে হয় । কিন্তু এতে ধৈর্য্য হারাতে নেই । সাধন জগতে ধৈর্য্য ধারণ করা একটি মহান গুণ। যে সয় সেই রয়, যে না সয় তার নাশ হয়।

৫৬) ''যে সয় সে রয়, যে না সয় সে নাশ হয়''- সর্ব প্রকার অসুবিধে সহ্য করে যে শান্ত মনে তীর্থ দর্শন করতে পারে, তার খুব শীঘ্র উন্নতি হয় । সন্তদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ বলতেন-- ''এই সব মহা তীর্থে অনেক দেবতা ও উচ্চ কোটির মহাপুরুষগণ সাধারণ মানুষের বেশে ঘুরে বেড়ান। তাঁদের দৃষ্টি ভক্তদের উপর পড়লে জীব জীবন নৌকায় সংসার সাগর পার হয়ে যায় । পর পারে পৌঁছায় পুণ্য জীবাত্মা।

৫৭) দেবতারা তাদের ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে ধোপা, নাপিত, মেথর, চামার বেশে তীর্থে বা কুম্ভভূমিতে বিচরণ করেন। ''তাই তীর্থে বা কুম্ভে এসে কাউকে অবজ্ঞা বা তিরস্কার করতে নেই । সকলের মধ্যে সেই দিব্য ভগবৎ সত্তা আছে মনে করে, সবাইকে মাথা নত করে, হাত জোড় করে প্রণাম করতে হয় । যেমন Local Post office তে চিঠি ফেললে সেটা Main Post office G.P.O তে যায়, ঠিক তদ্রুপ সকলকে যোগ্য সম্মান দিয়ে মনে মনে প্রণাম করলে, সেই প্রণাম তাঁর কাছেই গিয়ে পৌঁছায় । চিত্ত শুদ্ধি করবার এইটাই সব থেকে সহজ সরল রাস্তা।

৫৮) ''মনের ময়লা যায় গো দূরে, হরিনাম রূপী সাবানে''। ভগবানের নাম সব সময় করতালি ধ্বনি দিয়ে করতে হয় । আমাদের হাতে দুই রকম রেখা আছে । একটি শুভ ও একটি অশুভ রেখা । হাতে তালি দিয়ে নাম করলে অশুভ রেখা গুলো নষ্ট হয়ে শুভ রেখার উদয় হয় । শুভ রেখার উদয় হলে কৃষ্ণ ভক্তি লাভ হয়। কৃষ্ণ ভক্তি লাভ হলে ভগবৎ তত্ত্ব আস্বাদন করা যায় । আর ভগবৎ তত্ত্ব আস্বাদন করলে মানব জীবন সার্থক হয়।

৫৯) হাত তালির আরেকটি অর্থ হলো জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন । একটি হাত জীবাত্মা আরেকটি পরমাত্মা, আর তাদের মহামিলনই হলো এই মানব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ।

৬০) ''কর দো কর দো বেড়া পার, ও রাধা আলবেলি সরকার''। রাধারানী হলেন অলবেলি অর্থাৎ স্বতন্ত্র সরকার। তিনি কাউর Under এ না । তাঁকে কোন কাজ করবার জন্য কারুর অনুমতির দরকার হয় না । তিনি সর্বেসর্বা । অসীম শক্তির অধিকারিণী তিনি । রাধা রানী প্রসন্ন হলে ভগবানের দর্শন করিয়ে দিতে পারেন । আর শ্রীগুরুদেবও চাইলে ভগবানের সাথে Direct Connection করে দিতে পারেন।

৬১) স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ বলতেন — ''গুরুজী আউর

প্রিয়াজী এক হ্যায়", অর্থাৎ রাধারানী ও শ্রী গুরুদেব একই। সব আচার্যদের মধ্যে একমাত্র নিম্বার্কাচার্য্য বলেছেন যে, শ্রীগুরুদেব এমন এক বস্তু, যাঁর চরণে সমর্পণ করলে ভগবানের সাথে Direct Connection হয়ে যায় । দে দো কৃষ্ণ ভক্তি অপার, ও রাধা আলবেলি সরকার। মৈ পুজু তেরি মহিমা অপার, ও রাধা আলবেলি সরকার । এইরূপ গুরু গোবিন্দের নাম এমনই সাবান যা মাখলে মনের ময়লা, কয়লা সব ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায় ।কারণ ভগবান আমাদের দেহের সৌন্দর্য্য দেখেন না, আমাদের মনের সৌন্দর্য্য দেখেন।

৬২) ঈশ্বর সাকার না নিরাকার এই বিবাদ বহু যুগ ধরেই চলে আসছে । অনেক সম্প্রদায় আছে, যারা ঈশ্বর কে নিরাকার বলেই মানেন । তবে এটা ঠিক নয়। যারা তত্ত্বদর্শী তাঁরা জানেন যে ঈশ্বর কেবল নিরাকার নয় সাকারও। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের শুরুতেই ভগবান বলেছেন - ''ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে", অর্জুন ! এই যে চাবুক হাতে তোমার রথ চালাচ্ছি, এই আমার সগুণ, এইরূপ সগুণ সাকার রূপের পূজা, আরাধনা করলে আমি খুবই প্রসন্ন হই। কারণ আমার যে নির্গুণ, নিরাকার, অব্যক্ত রূপ সেটা দেহধারীদের পক্ষে ধারণা করা খুবই কষ্টকর। ''ক্লেশোহধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম"। ভগবান নিজেই বলছেন তিনি সগুণ, সাকার ।

৬৩) অনেকে মনে করেন হিন্দুরা পুতুল পুজো করে । হিন্দুদের পৌত্তলিক অপবাদ দেওয়া হয় । কিন্তু এটা আদৌ ঠিক নয় ।এই যে আমি মন্দিরে প্রণাম করে এলাম কেন? ওখানে কি পুতুল দাঁড়িয়ে আছে? না । ওখানে সাক্ষাৎ শ্রী রাধা কৃষ্ণ, গুরুদেবরা আছেন । এই ভাব, ভক্তি ও জ্বলন্ত বিশ্বাস নিয়ে আমাদের এগোতে হবে । ধর্মের গুহ্যাতিগুহ্য বিষয় জানতে হবে । সব ধর্ম শাস্ত্র পড়তে হবে । আমরা সব শাস্ত্র পড়েছি ও গুরু কৃপাও লাভ করেছি । আমরা জানি ভগবান সাক্ষাৎ মূর্তিতে প্রকাশিত হন।

৬৪) মূর্তির বিজ্ঞান কি? এ সম্বন্ধে বৈষ্ণব আচার্য্য শ্রী রামানুযাচার্য্যের একটি ঘটনা আছে ।একবার একটি ব্যক্তি শ্রীরামানুযাচার্য্যের কাছে এসেছে । সে নিরাকারবাদী, মূর্তি পূজা পছন্দ করে না । সে প্রশ্ন করছে-- আপনি কেন মূর্তি পূজা করেন? রামানুজাচার্য্য সেই ব্যক্তিকে বললেন - ''তুমি একটু আগুন নিয়ে এসো তো " । সেই লোকটি একটি জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে আচার্য্যর কাছে এলো ।জ্বলন্ত কাঠ দেখিয়ে সে বলল -- ''এই নাও বাবা, আমি আগুন এনেছি" । তখন আচার্য্য হেসে বললেন-- '' তুমি তো কাঠ সহিত আগুন এনেছ!! আমি তোমাকে শুধু আগুন আনতে বলেছিলাম "। তখন সেই ব্যক্তি বললো,-- ''বাবা ! আমি আগুন কি ভাবে আনব? আগুন তো কিছুর মাধ্যমেই আনা যায়"। আচার্য্য হেসে বললেন- তুমি তোমার উত্তর পেলে তো? যেমন আগুন তো সর্বত্র, কিন্তু এতো চঞ্চল যে কোনো অবলম্বনের মাধ্যমেই তাকে কাজে লাগানো যায়, ঠিক তদ্রুপ ভগবানও সর্বত্র, কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয় এতো দুর্বল যে তাকে আমরা এমনি দেখতে পাই না, তাই তিনি মূর্তির অবলম্বনেই আমাদের সামনে সাক্ষাৎ প্রকাশিত হন।"

৬৫) এক বার যে কৃষ্ণ নাম করে জীবের কি সাধ্য আছে তত পাপ করে? সনাতন ধর্ম কি জয় হো! ধর্ম মানে কি? যিনি আমাদের ধারণ করে রেখেছেন, যার শক্তিতে আমরা চোখ দিয়ে দেখছি, কান দিয়ে শুনছি, মুখ দিয়ে খাচ্ছি, সংসারে চলা ফেরা করছি, তিনি হলেন ধর্ম । ''ধৃয়তে যদ্ তদ্ ধর্ম" । যিনি আমাদের ধারণ করে রেখেছেন, শক্তি যোগাচ্ছেন, সব রকম বস্তু আমাদের পাইয়ে দিয়েছেন, যার আশীর্বাদে আমরা সব কিছু পাচ্ছি, তিনি হলেন ধর্ম ।

৬৬) ধর্ম মানে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ।আমাদের মধ্যে একটি আত্ম শক্তি, ভগবৎ শক্তি, কৃষ্ণ শক্তি আছে, যেটা চোখ দিয়ে দেখা যায় না, কিন্তু তিনি আমাদের ধারণ করে রেখেছেন । সব ব্যাপারে তিনি আমাদের শক্তি

যোগাচ্ছেন, সামর্থ যোগাচ্ছেন । এই জন্য তাকে বলা হয় ধর্ম । ধর্ম এমন একটা শব্দ যা সমগ্র শাস্ত্রকে আলোকিত করে রেখেছে । উদ্ভাসিত করে রেখেছে । এই ধর্ম শব্দের থেকেই আমাদের সনাতন হিন্দু ধর্মের সব কিছুর শুভারম্ভ । গীতার শুরুতেই আছে -- " ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে..." । ভাগবতের শুরুতেও আছে - ধর্ম প্রোজ্ঝিত কৈতবোত্র ... বেদ ব্যাস বলেছেন, আমি এমন একটা ধর্মের ব্যাখ্যা ভাগবতে করছি, যা শ্রবণ করলে জীব সব কামনা বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে যায় । জীব এক অদ্ভুত আনন্দময় সমুদ্রে অবগাহন করে । যা আস্বাদন করলে জীবের সমস্ত জাগতিক আশা পূর্ণ হয়ে যায় আর সে পূর্ণ রূপ ধারণ করে । সেই দিব্য ধর্মের আমি ব্যাখ্যা ভাগবতে সম্পাদন করেছি । এই জন্য আমরা ভাষণের আগে ধর্ম কি জয় বলি, যাতে আমাদের ভাষণটা নির্বিঘ্নে পূর্ণ হয় ।

৬৭) শাস্ত্র বলছে -- প্রতিষ্ঠা শুকরী বিষ্ঠা, গৌরবং ঘোর রৌরবং । অভিমানং সূরা পানং, ত্রয়ং ত্ব্যক্তা সুখী ভবেৎ । আমাদের শরীর কে আশ্রয় করে আছে প্রতিষ্ঠা, গৌরব, অভিমান, অহংকার । এগুলি সাধন পথের মহান অন্তরায় । সাধককে সব সময় এগুলির থেকে সাবধান থাকতে হবে, কারণ এইগুলি নরকের রাস্তা পরিষ্কার করে । নরকের দ্বার জানিবে এই শরীর, যেটা আমাদের কাছে এতো প্রিয়, এই শরীরকেই গুরুচরণে অর্পণ করতে হবে । যে শিষ্য দৈন্যতা ও আনুগত্য অবলম্বনে গুরুর সব আদেশ পালন করে, তার সাধন পথের সব বাধা বিঘ্ন খুব শীঘ্র অপসারিত হয়ে যায়।

৬৮) যে ব্যক্তি দেব কৃপাধন্য সে পবিত্র কুম্ভযোগে গমন করেন, তিনি সেবা কৃপা ভাগীজন । নিঃস্ব ব্যক্তি যেমন ধনাধিপতিকে প্রণাম কবে, কুম্ভযোগে স্নানকারী ব্যক্তিকে দেবতারাও প্রণাম করেন।

৬৯) বৈদ্যুতিক আলোকমালায় পারিপার্শ্বিক চাকচিক্যতে সঞ্চার ঐশ্বর্যসম্ভারে কুম্ভমেলার বহিঃরঙ্গ আকর্ষণীয় যৌবনসম্পন্না রূপসীর ন্যায়। কুম্ভনগরী অতিশয় আকর্ষণীয়, কিন্তু দেখ কুম্ভের এই বাহ্যরূপ অবলোকন দেখে লক্ষ্যচ্যুত হওয়া উচিত না। অসুরেরা শ্রীভগবানের মোহিনী মূর্তি দর্শনে মুগ্ধ হয়ে অমৃতপানে ব্যথিত হয়েছিল, আর রাহুর শিরচ্ছেদন ঘটেছিল । সুতরাং মায়া নির্মিত সুখকর পদার্থে মনোনিবেশ না করে অমৃত সন্ধানে সচেষ্ট হও । অবশ্যই অন্তর্মুখী হতে হবে। এটাই প্রকৃত কুম্ভস্নানের মাহাত্ম্য।

৭০) ভারতীয় সনাতন ধর্মের ধারক বাহক ধর্মাচার্য্যগণ মহান আদেশ রক্ষার্থে কুম্ভে উপস্থিত হয়ে সৎসঙ্গতি ও সদ্ আলোচনার মাধ্যমে জীবজগতগকে আধ্যাত্মিক শিক্ষায় শিক্ষিত করেন, আর সদা সর্বদা ধর্মাচরণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন।

৭১) আমরা ভগবানের কৃপা পেয়েছি । ভগবান আমাদের সাধনার ভাণ্ডার রেখে দিয়ে গেছেন। অশেষ তপস্যার ভাণ্ডার রেখে দিয়ে গেছেন। আমাদের জন্য ভারতীয় সনাতন শাস্ত্রের অভূতপূর্ব্ব অশেষ সাধনার ভাণ্ডার রেখে গেছেন। ঋষিগণ আবির্ভূত হয়ে এই সাধনাকে সহজ সরলভাবে ব্যাখ্যা করে গেছেন । আমাদের কোন রূপ অভাব অনটন নেই । যদি আমরা একবার এই চঞ্চল মনটাকে ঈশ্বর চরণে লাগিয়ে রাখি দেখব মুনি ঋষিদের সেই শক্তি আমাদের মধ্যে জাগ্রত হচ্ছে । শ্রীগুরুপ্রদত্ত মন্ত্রের মাধ্যমে শক্তি আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে।

৭২) ভগবানের চরণে যদি তোমরা অন্তরের সহিত প্রার্থনা করো, তবে ভগবান অবশ্যই কৃপা করবেন । তিনি অত্যন্ত কৃপাময়, দয়াময়,করুণার সাগর কিন্তু কেবল কৃপা মুখে বললে হয় না । তিনি যেসব আদেশ নির্দেশ গীতা অবলম্বনে বা অন্য শাস্ত্রাবলম্বনে দিয়ে গিয়েছেন তাঁর বিন্দুমাত্রও যদি আমরা পালন করি-- এটা অনুভূতির বিষয়, এটা কোন ব্যাখ্যা বা ভাষণের বিষয় নয় । দেখবে তোমাদের যদি সেই দিব্যজ্ঞান কিঞ্চিন্মাত্র হয়, যদি সেই

দিব্য আনন্দ তোমরা আস্বাদন করতে পারো, তবে তোমাদের মানব জীবন ধন্য হয়ে যাবে।

৭৩) ভগবৎ অনুভূতির জন্য চিত্তশুদ্ধি, চিত্ত নির্মল হওয়া চাই । একটা নোংরা আয়নাকে পরিষ্কার করলে যেমন তার মধ্যে মুখটা পরিষ্কার দেখা যায়, তেমনি তোমাদের মনরূপী যে আয়না আছে সেটা মলিন ও অপরিচ্ছন্ন হওয়ায় ভগবৎ স্বরূপ দৃষ্ট হয় না । আর যখন আমাদের মনের আয়নার আবরণ সরে গিয়ে পরিষ্কার হবে, তখন সেই ভগবৎ বা কৃষ্ণপ্রেমের মানসরূপ খুব সহজে আমাদের মনরূপী আয়নাতে দৃষ্ট হবে।

৭৪) একমাত্র এই মনুষ্য জন্মেই সেই পরম পদকে পাওয়া সম্ভব । আর অন্য কোন জন্মেই তাহা পাওয়া সম্ভব না । এহেন সুবর্ণ সুযোগ থেকে তোমাদের বঞ্চিত হওয়া ঠিক নয় । সুতরাং তোমরা সকলেই সেই অমৃতস্যঃ পুত্রাঃ অমৃতের সন্তান । এই সন্ধান আমাদের পরম্পরাগত আচার্য্যগণ সদগুরুগণকে দিয়ে গিয়েছেন।

৭৫) শ্রীভগবান বলেছেন, আমার যে মায়া বা আবরণ বা পর্দা, এটা কেবল আমার কৃপা বা শক্তিদ্বারাই উন্মোচন বা উন্মুক্ত হতে পারে । অন্যথায় হওয়া একেবারে অসম্ভব । ভগবানের কৃপাতেই কিন্তু একমাত্র শ্রীভগবানকে পাওয়া যায় । যেমন সূর্যের আলোতেই সূর্যকে দেখা যায় । কথা হলো কৃপা - করলে পাবে । কিছুতো সাধন ভজন তোমাদের করতে হবে । কিছু করলাম না, ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করলাম। আর ঘুমিয়ে থাকলে কি কৃপা হয়? সবসময় নিজেকে অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য হলেও ভগবৎচিন্তায়, ধ্যান,আরাধনায় নিয়োজিত রাখতে হবে।

৭৬) ভগবান জাগতিক কর্মকাণ্ড সকলের দ্বারাই করিয়ে নেন । এটা আমরা ভালোভাবেই জানি । ভালোমন্দ সবই তাঁর, এই ভাবনায় ভাবিত হয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ । যা আজ নিজ আয়ত্তাধীন নহে, তা চিন্তা করে ব্যাকুলিত না হওয়া ভালো । বিশ্বপিতার উপর বিশ্বাস রেখে, তার ইচ্ছায় সব চলছে, এই সেবা বুদ্ধিতে কার্য্য করলে অন্তরে শান্তিময় ভাব সর্বদা বিরাজিত থাকবে এতে কোন সন্দেহ নাই।

৭৭) ব্রজধাম বৃন্দাবন, গোবর্ধন, বর্ষানা, নন্দগ্রাম ও রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড প্রভৃতি শ্রী ভগবানের দিব্য লীলাস্থল সমূহ নিষ্ঠা সহকারে পরিক্রমা করলে চিত্তশুদ্ধি ও ভগবৎ কৃপা প্রসন্নতা অচিরেই লাভ করা যায় । এখনো বড় বড় তপস্বী সাধুগণকে ব্রজভূমিতে যত্র তত্র পরিভ্রমণে দৃষ্ট হন । অদ্যাবধি তাঁরা ব্রজের জঙ্গল প্রধান স্থানে কঠোর তপস্যায় রত আছেন । ব্রজ পরিক্রমাকারী ভক্ত সাধকদের উপর ঐ সকল মহাপুরুষদের কৃপাশীর্বাদ বারি অনবরত বর্ষিত হয়।

৭৮) সংসারটা ভগবানের নিত্য রাসলীলাভূমি । সংসারটা ঠিক বন্ধনের কারণ নয় বা সংসারটা নিরানন্দের কারণ নয়। সংসারটাকে পূর্ণরূপে আস্বাদন করতে হয় আসক্তি না রেখে ভগবৎ সেবাবুদ্ধিতে । তাহলে মানব জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় । কিন্তু সংসারে পরিতাপের বিষয় কি? আসক্তি আর কামনা, বাসনা, এইটাই সংসারে আমাদের বন্ধনের কারণ । এইজন্য সংসারে আমরা জন্ম-জন্মান্তরে বারবার বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে মায়াজালে জড়িয়ে পড়ি । কিন্তু সংসার বন্ধনের কারণ নয় । এইজন্য ভগবান বারবার গীতায় বলেছেন - ‘‘সংসার ত্যাগ নয়, সংসারের আসক্তি (সঙ্গ) ত্যাগ করো - অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।

৭৯) মনে হয়, সংসারে কত বিচিত্র অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে, কত কষ্ট পাচ্ছি ইত্যাদি । সংসারে ভয় হয়, মনে হয় এ যেন সমুদ্র। ইহাও গুরুকৃপা । তার মধ্যে থেকেই তিনি কৃপা করছেন । তা না হলে সংসারে আসক্তি এসে যাবে । ভোগের উপকরণই আসল বিষয় নয় । আসক্তি, মোহ, মমতা, লোভ ও ক্রোধ ত্যাগ করাই আসল মানবীয় ধর্ম।

ভগবান অন্তরের ভাবটাই দেখেন । ভক্তি, নিষ্ঠা ও পবিত্রতার সহিত সেবাপূজা করলে শ্রীভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হন । ভগবান অল্পেই সন্তুষ্ট হন। তিনি বলেছেন —

''পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রয়তাত্মানঃ''।।

৮০) কৃষ্ণগতচিত্তা, কৃষ্ণালাপপরায়না, কৃষ্ণের ন্যায় আচরণকারিণী ও তদাত্মিকা, গোপীগণ কৃষ্ণগুণগান করতে করতে নিজ নিজ গৃহের কথাই বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন, কি অপূর্ব কৃষ্ণপ্রেম! এই রূপ প্রেম একমাত্র ব্রজ ভূমিতেই যত্রতত্র পরিলক্ষ্যিত হয় । ধন্য ব্রজধাম, ধন্য ব্রজবাসী, ব্রজবাসিনী নারীগণ।

৮১) ঈশ্বর সাধনার পরমপরাকাষ্ঠা স্বরূপ শ্রীমহারাসলীলার যথার্থ অনুধ্যান করতে পারলে জীব অবশ্যই পরম লক্ষ্যে পৌঁছাতে সমর্থ হবে, এইরূপ পরম স্থানে পৌঁছানোর জন্য বা পরমপ্রাপ্তি হেতু এই মানব জন্ম । প্রকৃত পক্ষে সনাতন ভাগবদীয় দিব্য রাসলীলাধারা আমাদের সকলের হৃদয়ধামে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিত্য নিরন্তর প্রবাহিত হচ্ছে। শ্রীশ্রীকৃষ্ণকৃপামূর্তি ও জীবোদ্ধারিনী শক্তিস্বরূপ শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপালব্ধ জীবের নিকটই (শিষ্যের নিকট) রাসবিষয়ক মনোভাবের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশিত।

৮২) শ্রীমতী রাধারানীর অহৈতুকী কৃপাভিন্ন বৃন্দাবন বাস, বা ধামস্থ শ্রীকৃষ্ণ লীলাতত্ত্ব অনুধাবন করা অসম্ভব । শ্রীরাধার মহিমা অপার । অপার মহিমা গরিমান্বিতা তাঁর জীবন লীলা গাঁথা। রাজরাজেশ্বরী, বৃন্দাবনধামেশ্বরী, শ্রীকৃষ্ণযুথেশ্বরী, শ্রীমতী রাধারানী মহারানীর কৃপাশীর্বাদপুষ্ট শ্রীবৃন্দাবনধাম। শ্রীমতী রাধার শ্রীনাম, শ্রীধাম বৃন্দাবনের আকাশে-বাতাসে, গুল্ম-লতাপাতায় সাধকদের অন্তরমানসে, ভক্তগণের ব্যাবহারিক জীবনযাত্রায় নিত্যনিরন্তর ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ও অনন্তকাল ধরে এই অহৈতূকী কৃপাধারা জীব কল্যাণার্থে প্রবাহিতা থাকবে।

৮৩) তোমরা সাধুগুরু বৈষ্ণবের মুখনিঃসৃত কৃষ্ণ-কথা শ্রবণ করছো । এ একটা আমাদের সংসারসাগর পার হবার নৌকাস্বরূপ । এই নামরূপী নৌকা অবলম্বনে তোমরা মায়ারূপী তরঙ্গ সম্বলিত এই কাম- ক্রোধাধি হিংস্র-জন্তু সঙ্কুলিত এই বিশাল সংসারসাগর পার করে ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করবে।

৮৪) তোমরা যদি সত্যিই যথার্থ ভক্ত হতে চাও, তবে প্রহ্লাদের মতো, নবযোগিন্দ্রের মতো, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মতো গুরুনির্দিষ্ট পথে চলে সমর্পিত চিত্ত হও । তবে শ্রী ভগবানের অনন্তকৃপা অনুভব করতে পারবে। এঁদের জীবন আলোচনা করে দেখ- প্রতি মুহূর্তে ঈশ্বর এঁদের রক্ষা করেছেন । কতরকম বাধাবিপত্তির মধ্যে দিয়ে তাঁদের জীবনযাত্রা অতিবাহিত হয়েছে । তাঁরা ভগবৎভক্ত ছিলেন । তাঁদের মন-প্রাণ ইন্দ্রিয় ঈশ্বরের প্রতি সমর্পিত ছিল, তবে এত বাঁধাবিঘ্ন কেন? কারণ ভগবান পরীক্ষা করেন । এই সমস্ত পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে ভগবান তাঁর ভক্তকে ধুয়ে মুছে (মেজে ঘসে) পরিষ্কার করে নেন। এই জন্যই সাধকদের কাছে বসে ভাগবৎ-কথা আস্বাদন করতে হয় । এতে বহু জন্ম-জন্মান্তরের দুষ্কৃতি তিরোহিত হয়।

৮৫) ভগবানের নাম করতে করতে যদি কোন রকম অশান্তিরূপী ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় তবুও ভগবানের নাম ছাড়তে নেই । তাঁকে অন্তরের সহিত গুরু নির্দেশিত পথে স্মরণ করে যেতে হয় । তাহলে দেখবে অল্প দুঃখ ভোগ করে, অশেষ কৃপা লাভ করে শাস্ত্র বাক্য যে সত্য তা বুঝতে তোমরা সমর্থ হবে । শাস্ত্র হল যোগোপলব্ধ, সাধুসন্তরা সাধনার দ্বারা শাস্ত্রের কথা বলে গেছেন। সেই নির্দেশমতো চললে তোমাদের সার্বিক মঙ্গল হবে।

৮৬) যে ফাঁসিয়েছে সেই তো মুক্তির কথা বলবে । তাছাড়া আর কে মুক্তির কথা বলবে? যে ফাঁসিয়েছে, এই জীবন থেকে কি রকম ভাবে মুক্তি পাওয়া যাবে সে উপদেশ তিনিই দিয়েছেন । বৈকুণ্ঠে বসে তো আর উপদেশ দেওয়া যায় না, তাই কখনো সদগুরুরূপে, কখনো অবতার রূপে, কখনো স্বয়ং এসে বলেছেন - তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া, উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।

৮৭) নদী যেমন সোজা বাঁকা পথ অবলম্বনে শেষে সমুদ্রতেই প্রবেশ করে, তদ্রূপ নিজ নিজ রুচিমত জীব বাঁকা বা সোজা রাস্তা অবলম্বনে সাধন ভজন করুক না কেন, শেষে জীব সকলের একমাত্র আশ্রয়স্থল ভগবানের নিকটেই পৌঁছায়।

৮৮) মহারানী রাধারানীর পরম কৃপাসাপেক্ষ এই ব্রজধাম বাস । তাই মহাপুরুষগণ ব্রজ দর্শন ও ব্রজধাম পরিক্রমাকেই পরম সাধন ভজনের উপায় বলেন । ব্রজধাম প্রেমের উৎসস্থল । ভগবানের প্রতি গোপীদের পূর্ণ প্রেম এখানেই উদ্ভাসিত হয়েছিল।

৮৯) পৃথিবীতে একমাত্র কুম্ভযোগের মাধ্যমেই পূর্ণরূপে আত্ম-কল্যাণাত্মক সৎসঙ্গ ও সাধুসন্ত সন্ন্যাসী ও মহা মণ্ডলেশ্বরের দর্শনের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয় । এইরূপ একটি মহা সম্মেলনই আধ্যাত্মিক মহাযজ্ঞ ইহজগতের অন্যত্র দুর্লভ, মহা পুণ্যভূমি ভারতেই সংগঠিত হয়েছিল।

৯০) ঈশ্বর তোমাদেরকে যাবতীয় সুখ-শান্তি, আনন্দ হৃদয় মন্দিরে পরিপূর্ণ করে দিয়ে পাঠিয়েছেন । সংসারে কোন কিছুর অভাব নেই, অভাব যা কিছু আমাদের স্বভাবের । হৃদয় মন্দিরে গোবিন্দকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই তা অনুভব করা সম্ভব । এইজন্য মনকে ভগবৎমুখী করতে হবে, অন্তরমুখী করতে হবে এবং গুরুমুখীও করতে হবে।

৯১) মানব জন্মই শ্রেষ্ঠ জন্ম । ঈশ্বর লাভের জন্যই এই জন্ম । মানব জন্ম সার্থক করার জন্য সাধনা করা চাই । মানব জন্মটি হচ্ছে Gateway of Baikuntha. মানব জন্ম পেয়ে ধর্মে মতি না হলে মানব জন্মকে ধিক্কার । কথামৃত গঙ্গায় স্নান করে, ভাগবতী গঙ্গায় স্নান করে মানব জন্মকে সার্থক করতে হবে অন্যথায় এ জন্ম বৃথা।

৯২) সংসারকে ধীরে ধীরে ভুলতে হবে । বিষয়ে সহজে হয় আসক্তি যেমন, তোমাতে তেমনি যেন লিপ্ত থাকে মন।

৯৩) নাম, প্রণাম, প্রার্থনা, সমর্পণ - এই হল জীবন । আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান ছাড়া আর কোন বিজ্ঞান নেই।

৯৪) তোমরা যদি রাধা-কৃষ্ণের ধ্যান করো, তবে সারাদিন তোমরা জগতের আনন্দ যজ্ঞে দিন কাটাবে।

৯৫) টাকা, পয়সা, সুন্দরী স্ত্রী, এখানেই থেকে যাবে, সঙ্গে যাবে শুধু নাম । আমাকে বিশ্বাস দাও, ভক্তি দাও, একথা কেউ বলেনা, বলে শুধু আমাকে সংসারের সুখ দাও । এ ক'রে তোমরা নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারছো।

৯৬) সংসারের আশা, আকাঙ্ক্ষা সব দূরীভূত হয়ে যায়, যদি একবার অন্তরের সহিত কৃষ্ণনাম করতে পারো, আর জীবন হয়ে যায় সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্ ।

৯৭) ঠাকুরজির জয় দিলে জীবন যুদ্ধে জয়ী হওয়া যায় । সংসারতো একটা যুদ্ধক্ষেত্র।

৯৮) রাধা কৃষ্ণের যুগল মূর্তি, রাম-সীতার দর্শন ও শ্রদ্ধার সহিত প্রণাম করলে, ঠাকুরজির কৃপা তার প্রতি বর্ষিত হয়।

৯৯) যেখানে সাধুরা থাকেন, যেখানে ভক্তরা থাকেন, সেখানেই ভগবান থাকেন, সে স্থান হয় সাক্ষাৎ বৃন্দাবন ধাম।

১০০) চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কাজ হয় না । মনে রাখবে ভগবান সর্বত্র আছে, সবকিছুই দেখছেন, আমার কথাই শাস্ত্রের কথা ।এগুলো আমার নিজস্ব কথা নয় । আমাদের অনুভূতির কথা, সাধনার কথা, তপস্যার কথা, এগুলো যদি অনুধাবন করেন, তাহলে আপনাদের মানব জন্ম সার্থক হবে।

১০১) ঘৃত যেমন কখনো জ্বলন্ত অগ্নিকে নিভাতে পারে না, তেমনই কামনা, বাসনা, মোহ কখনো মনে শান্তি দিতে পারে না । তাই কামনা, বাসনা ত্যাগ করে গুরুদেবের নির্দেশ মতো, গুরুর কথা বিশ্বাস করে রাধা গোবিন্দের চরণে নিজেকে সমর্পণ করতে হয়, তাতেই প্রকৃত সুখ, আনন্দ এবং শান্তি পাওয়া যায়।

১০২) সাধুসঙ্গ, ভাগবত প্রসঙ্গ, কৃষ্ণ-কথা, ভাগবতী কথা- এইগুলো সংসার রোগের মহান ঔষধ । এই ঔষধ পান করলে আর মনের চঞ্চলতা থাকবে না । মন আর বুদ্ধি গোবিন্দের চরণে স্বাভাবিক ভাবে সমর্পিত হবে। গোবিন্দের চরণে সমর্পিত হলে সমঝো কি - ''বেড়া পার'' ।

১০৩) সাধু সঙ্গ এমন একটা ঔষধ যা পান করলে জীবন হয় - সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্ ।

১০৪) সুন্দর হতে চাও, তো শ্যাম সুন্দরের ভজনা করো ।

১০৫) জপে মন আসুক আর নাই আসুক, জপ করে যেতে হয় । গুরুদেব আদেশ দিয়েছেন দুবেলা জপ করতে, শ্রদ্ধার সহিত জপ করলে পরীক্ষা করে দেখা হোক, একদিন মন বসবেই।

১০৬) ভারতবর্ষ মুক্তিভূমি । পৃথিবীর অন্য কোন ভূমি থেকে মুক্তি হয় না, মুক্তি একমাত্র ভারতবর্ষ থেকেই হয়।

১০৭) মহাপুরুষদের দক্ষিণা দিয়ে কেবল দূর থেকে নমস্কার করে প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হল বলে মনে হয় না। তাঁদের নির্দেশ- উপদেশ মত জীবন যাত্রা নির্বাহ করা, দীনতা অবলম্বনপূর্বক পদাঙ্ক অনুসরণ করা ও তাঁদের তপোলব্ধ শাস্ত্রীয় উজ্জ্বল কীর্তি, ভজন ধারা, সাধনশক্তি, উপলব্ধ ও জগতের কল্যাণ মূলক পবিত্র চিন্তাধারা, সকল মানুষের নিকট অবিশ্রান্ত ভাবে সহজ সরল ভাষায় প্রচার, প্রসার এবং ব্যাখ্যা করাই যথার্থ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন হবে বলে মনে করি।

১০৮) অকৃত্রিম ভাবে ভগবানকে ভালবাসতে হয়। ''স্বার্থের পঙ্কিলতা যেন কভু না পরশে''। যেমন- গোপিকারা করেছিলেন ও কাঠিয়া বাবা আমাদের গুরু পরম্পরার সকল পূর্বাচার্য্যরা । তাই জন্য ভগবানের কাছে গিয়ে কিছু চাইতে নেই। নিষ্কাম প্রেম হওয়া চাই , প্রেমই পরম পুরুষার্থ । প্রেমই (কৃষ্ণ প্রেমই) মানব জীবনের পরম চরম লক্ষ্য ও মানবতা । সমর্পণ ও প্রেম উভয়ই সমানার্থক । শরণাগতিও তদ্রূপ । এই সকল ভাব থাকলে ভগবান কৃষ্ণ স্বয়ং ভক্তের বোঝা বহেন ও অন্তিমে মোক্ষ প্রদান করেন । গোবিন্দ স্বয়ং গীতায় বলেছেন —

মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িস্যামি মা শুচঃ।।